সপ্তম অধ্যায়

বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ

পায়রা ১৩২০ মেঃওঃ থারমাল পাওয়ার প্ল্যান্ট বাস্তবায়নকল্পে Joint Venture Company গঠনের উদ্দেশ্যে MOU স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

খুলনা ১৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট টু ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি এর চলমান কনস্ট্রাকশন কাজ

বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ

৭.০ বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজি

বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ অত্যন্ত পুঁজিঘন। ফলে, পুর্বে বিদ্যুৎ খাতের বিনিয়োগ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার ঋণ নির্ভর ছিল। ২০০৯ সালে সরকার স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং ২০১০ সালে ২০৩০ পর্যত বিদ্যুৎ খাতের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রাথমিক জ্বালানির যোগান এবং বিনিয়োগ অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সমূহের ঋণ সংকুচিত হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে সরকার স্ট্র্যাটেজিক পলিসির অংশ হিসেবে বেসরকারি খাত, জয়েন্ট ভেঞ্চার এবং ইনোভেটিভ ফাইনান্সিং এর মাধ্যমে এ খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, ছোট বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমুহে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ উৎসাহ ব্যঞ্জক হলেও বৃহৎ প্রকল্পে বিশেষত কয়লা ভিত্তিক প্রকল্পে অতি উচ্চ মাত্রার বিনিয়োগ এবং নতুন ধরণের টেকনোলজি ও ম্যানেজমেন্ট বিবেচনায় 'যৌথ বিনিয়োগ' (JV) এবং ECA (Export Credit Agency) ফাইনান্সিং অত্যন্ত কার্যকর মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৭.১ বিনিয়োগ

- ২০০৯ থেকে ২০১৪ পর্যত স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের (প্রায় ৫০০০ মেঃওঃ) জন্য সরকারি খাতের প্রকল্পে প্রায় ২.৪ বিলিয়ন ও বেসরকারি খাতের প্রকল্পে ২.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এর সমপরিমাণ মোট ৫.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে।
- বর্তমানে নির্মাণাধীন (প্রায় ৭,০০০ মেঃওঃ) বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহের জন্য বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে মোট প্রায় ৮.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। যার মধ্যে সরকারি খাতের প্রকল্পে প্রায় ৪.৩ বিলিয়ন এবং বেসরকারি খাতের প্রকল্পে প্রায় ৪.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। উক্ত ৮.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ এর সিংহভাগ ইতোমধ্যে নিশ্চিত করা হয়েছে।
- সরকারের ভিশন এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (পিএসএমপি-২০১০) অনুযায়ী আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ৪০,০০০ হাজার মেঃওঃ এবং ২০২১ সালের মধ্যে প্রায় ২৪,০০০ মেঃওঃ স্থাপিত ক্ষমতার প্রয়োজন হবে। এ লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে পরিকল্পিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের জন্য প্রায় ২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। ইতোমধ্যে কক্সবাজারের মাতারবাড়ীতে ১২০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক প্রকল্পের ৪.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সহ বেশ কিছু প্রকল্পের বিনিয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে।

২০০২ সাল হতে ২০৩০ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিনিয়োগের পরিমাণের ছক ও চিত্র

বছর	ইউএস ডলার (বিলিয়ন)
২০০২-২০০৮	১.১৭
২০০৯-২০১৪	৫.২
২০১৫-২০২১	৮.৫
২০২১-২০৩০	২৪

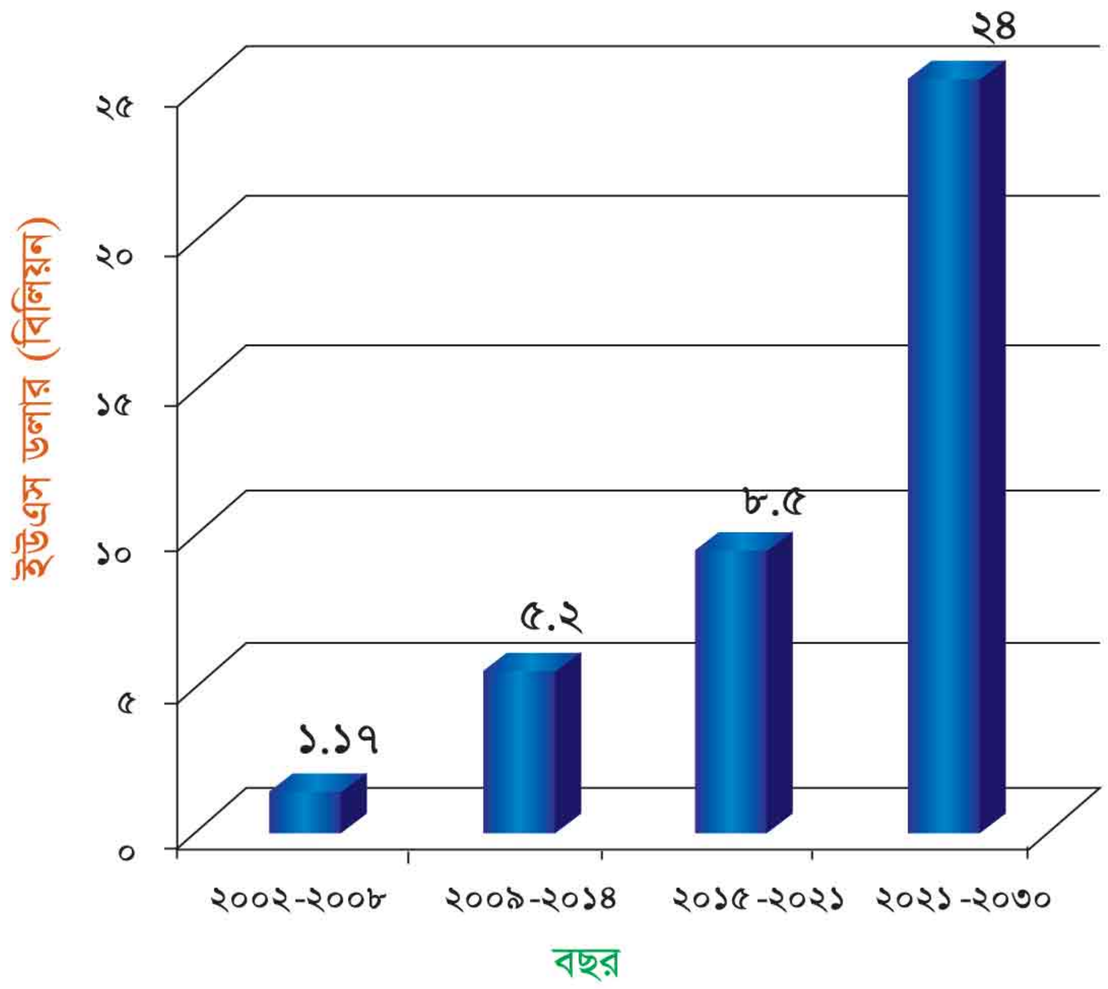

৭.২ নিজস্ব অর্থায়ন থেকে বিনিয়োগ সক্ষমতা এবং ইনোভেটিভ ফাইনান্সিং

২০০৯ থেকে আজ পর্যত স্থাপিত (Commissioned) বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও বর্তমানে নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহের জন্য মোট প্রায় ১৩.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগে নিজস্ব অর্থায়নের পরিমাণ প্রায় ২.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ প্রায় ৭.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার বিনিয়োগ প্রায় ২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং অন্যান্য (ECA/ Commercial) বিনিয়োগ ১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ইনোভেটিভ ফাইনান্সিং এর আওতায় সরকার Export Credit Agency (ECA) এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পে অর্থায়নের ব্যবস্থা করেছে। যা বিদ্যুৎখাতে বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। উপরোক্ত চিত্র থেকে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, ক) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সমূহের উপর নির্ভরতা কমেছে, খ) নিজস্ব অর্থায়নের সক্ষমতা অনেক বেড়েছে এবং গ) বিনিয়োগ এর বহুমুখীতা ((ECA ও অন্যান্য ইনোভেটিভ ফাইনান্সিং), ভবিষ্যত প্রকল্প বাস্তবায়নে সাহসী পদক্ষেপ এর সম্ভাবনা জাগিয়েছে। উল্লেখ্য যে, জিডিপি (GDP), রেমিটেন্স, রাজস্ব আয়ের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি, সার্বিক স্থিতিশীলতা, যোগ্য নেতৃত্বের ফলে নিজস্ব অর্থায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বেসরকারি খাত ও আন্তর্জাতিক ফিনানসিয়াল ইন্সটিটিউশন (IFI) সমূহের এ খাতে বিনিয়োগের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি অতীতের বিনিয়োগ স্থবিরতার অচলায়তন ভেঙ্গে বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগে নবদিগন্ত উন্মোচিত

বিদ্যুৎ খাতে যে বিনিয়োগ তা পদ্মা সেতু বা মেট্রোরেল প্রকল্পের তুলনায় বহুগুণ বেশি।

বিদ্যুৎ খাতে ২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত প্রায় ৫.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ হয়েছে। বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আরো ৮.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ হচ্ছে। পরিকল্পনাধীন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজন প্রায় ২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

এই বিনিয়োগের সিংহভাগ সংগৃহীত হবে Innonative Financing এর মাধ্যমে। এর ফলে বাংলাদেশে বিনিয়োগে এক নবদিগন্ত উন্মোচিত হবে।

রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন